অধ্যায়-১০: ব্যবসায় উদ্যোগ

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তোমরা এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ কৃষি শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে জনাব রনি একটি কৃষি খামার স্থাপন করলেন। তার খামারে উৎপাদিত ফসল স্থানীয় বাজারে বিক্রি করায় একদিকে যেমন বাজারে পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় বেকার যুবকরা তার খামারে কাজ পেয়ে বেকারত্বের অভিশাপ ঘুচিয়েছে। এলাকায় তিনি একজন সফল মানুষ হিসেবে বিবেচিত হন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১

খ. উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নিতে হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে রনির খামারে বেকারদের কাজ পাওয়ায় তিনি উদ্যোগের কোন কাজটি করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জনাব রনির কাজটির ভূমিকা বিশে-ষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নিয়ে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কর্মপ্রচেষ্টাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা হয়।

খ আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাকে ঝুঁকি বলে।

উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় স্থাপন করতে হয়। মুনাফা হবে ধরে নিয়েই ব্যবসায়ী ব্যবসায় স্থাপন করলেও পণ্য বিনষ্ট হওয়া, চাহিদা হ্রাস পাওয়া, মূল্য কমে যাওয়া প্রভৃতি কারণে লোকসান হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ ঝুঁকি না নিলে ব্যবসায় করা যায় না। ঝুঁকি বা ক্ষতির আশঙ্কা আছে জেনেও উদ্যোক্তাকে মূলধন বিনিয়োগ এবং লাভের আশায় ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। তাই উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে রনির খামারে বেকারদের কাজ পাওয়ায় তিনি উদ্যোগের সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজটি করেছেন।

সমাজের প্রতি করণীয় রয়েছে উদ্যোক্তার এ বোধ বা চিন্ড়াই হলো তার সামাজিক দায়িত্ববোধ। একজন উদ্যোক্তাকে সফলতা লাভে সমাজের বিভিন্ন পক্ষের (ক্রেতা-ভোক্তা, শ্রমিক-কর্মচারী, সরকার, বিনিয়োগকারী) সাথে কাজ করতে হয়। সংশি-ষ্ট পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালনের স্বাভাবিক অনুভূতি যদি তার না থাকে তবে তার পক্ষে সংশি-ষ্টদের সহানুভূতি অর্জন সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকের জনাব রনি কৃষি শিক্ষায় ডিগ্রি নিয়ে কৃষি খামার স্থাপন করলেন। তার খামারে উৎপাদিত ফসল স্থানীয় বাজারে বিক্রি করায় বাজারে পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় বেকার যুবকরাও তার খামারে কাজ পেয়ে বেকারত্ব দূর করতে পেরেছে। এতে তারা নিজেদের ও তাদের পরিবারের আর্থিক কল্যাণ করতে পারছে। যার ফলে তাদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। এখানে জনাব রনি তার সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই এ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে রনি সমাজের মানুষের প্রতি তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

ঘ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্দীপকের জনাব রনির খামার স্থাপনের কাজটির ভূমিকা অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ।

সক্ষম প্রতিটা মানুষকেই তার জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। স্ব-উদ্যোগে স্বল্প পুঁজি ও ঝুঁকি নিয়ে এভাবে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই হলো আত্মকর্মসংস্থান।

উদ্দীপকের রনি কৃষি শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে একটি কৃষি খামার স্থাপন করলেন। নিজ উদ্যোগে তিনি যে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করেছেন তা হলো আত্মকর্মসংস্থান। তার এ খামারে বেকার যুবকরা কাজ পেয়ে বেকারত্বের অভিশাপ ঘুচিয়েছে। বর্তমানে এলাকায় তিনি একজন সফল মানুষ হিসেবে বিবেচিত হন।

নিজ উদ্যোগে নিজের কার্যক্ষেত্র তৈরির পাশাপাশি তার খামারে অন্য যুবকরাও কাজের সুযোগ পেয়েছে। তার এ উদ্যোগ ও সাফল্য দেখে অনেকেই নিজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হবে। এতে তারা নিজেদের আর্থিক কল্যাণ করতে পারবে। দেশের কর্মসংস্থান ও মানুষের মাথাপিছু আয়ও বাড়বে, দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণেও অবদান রাখবে। নিজ নিজ উদ্যোগে এভাবে বেকার যুবসমাজ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিজের ও দেশের উন্নতি করতে ভূমিকা রাখবে। তাই বলা যায়, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে রনির খামার স্থাপনের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶২ জনাব সোবহান 'একের ভিতর তিন' নামে একটি নতুন কলম বাজারে চালু করেন। যেখানে একই কলম দিয়ে লাল, সবুজ ও কালো রঙের কালি দিয়ে লেখা সম্ভব। কলমটির বাজারে ব্যাপক চাহিদা আছে। কারখানার যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কর্মীদের আচরণকে প্রভাবিত করে উৎপাদনমুখী করে পর্যাপ্ত পরিমাণ কলম উৎপাদন করতে না পারায় তিনি বাজারের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন। কোরবান নামক একজন ব্যবসায়ী সোবহানের বিনা অনুমতিতে উক্ত পণ্য উৎপাদন শুরু করেছেন। *[সি. বো. ১৭]*

ক. BGMEA কী? ১

খ. পরিবেশ দূষণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উদ্যোক্তার কোন গুণের অভাবে সোবহান বাজারে চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোরবানের কার্যাবলি, ব্যবসায়ের নৈতিকতার আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য গঠিত বেসরকারি সংস্থা হলো BGMEA (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association)।

খ প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানের (পানি, বায়ু, মাটি প্রভৃতি) সাথে জীবনের যে স্বাভাবিক ভারসাম্য বিদ্যমান, কোনো কারণে তা ব্যাহত হলে বা প্রকৃতিতে তার নেতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

পরিবেশ দূষণ মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু এবং তাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন দূষণ ও বিষাক্ত পদার্থের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়, যা মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা বা জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে উদ্যোক্তার সাংগঠনিক ক্ষমতা গুণের অভাবে সোবহান বাজারে চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন।

সাংগঠনিক ক্ষমতা বলতে উদ্যোক্তার এমন এক ধরনের ক্ষমতাকে বোঝায় যেখানে প্রতিষ্ঠানের মানবীয় (শ্রমিক-কর্মী) ও বস্তুগত (কাঁচামাল, মেশিন) উপকরণাদিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়। এ গুণ প্রতিষ্ঠানকে সফলতার দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের জনাব সোবহান 'একের ভিতর তিন' নামে একটি নতুন কলম বাজারে চালু করেন। যা দিয়ে লাল, সবুজ ও কালো রং এর কালি দিয়ে লেখা সম্ভব হয়। কলমটির বাজারে ব্যাপক চাহিদা ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কর্মীদের আচরণকে প্রভাবিত করে উৎপাদন করতে না পারায় তিনি বাজারের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন। এ থেকে বোঝা যায়, জনাব সোবহান কর্মীদের ঠিক মতো

পরিচালনা করতে পারছেন না। অর্থাৎ তার মধ্যে উদ্যোক্তার সাংগঠনিক ক্ষমতাগুণের অভাব রয়েছে। এ গুণের অভাবেই জনাব সোবহান বাজারে পণ্যের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন।

ঘ উদ্দীপকের কোরবানের কার্যাবলি নৈতিকতার মানদণ্ডে অনৈতিক।
যা করা উচিত তা করা এবং যা করা উচিত নয় তা থেকে বিরত থাকাই হলো নৈতিকতা। নৈতিকতা মানুষের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি সম্পর্কিত বিষয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ, কোনটি উচিত, কোনটি অনুচিত এসব প্রশ্ন মানুষের মনে সর্বদা বিরাজ করে। নৈতিকতা মানুষকে সবসময় ভালো ও ন্যায়ের প্রতি উৎসাহিত করে।
উদ্দীপকের জনাব সোবহান নামক এক ব্যবসায়ী 'একের ভিতর তিন' নামে একটি নতুন কলম চালু করেন। কিন্তু তিনি বাজারের পর্যাপ্ত চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে কোরবান নামক এক ব্যবসায়ী জনাব সোবহানের বিনা অনুমতিতে উক্ত পণ্য উৎপাদন শুরু করেন। যা নৈতিকতার মানদণ্ডে অনৈতিক কাজ।
নৈতিকতা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে সহায়তা করে। কিন্তু উদ্দীপকের কোরবান নামক ব্যবসায়ী জনাব সোবহানের উদ্ভাবিত কলম নকল করে বাজারে ছাড়েন, যা সম্পূর্ণ অবৈধ ও অন্যায়। এতে বোঝা যায়, তার মধ্যে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোঝার ক্ষমতা নেই। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কোরবানের কার্যাবলি নৈতিকতার মানদণ্ডে অনৈতিক।

প্রশ্ন ▶৩ শান্ড় নতুন একটা কিছু করতে চায়। সে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে স্থানীয় যুব উন্নয়ন অফিস থেকে ৬ মাস মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করল। সে তার নিজ জেলা শহরে ছোট একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার খুলে বসল। মাঝে মাঝে সে নানারকম চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। বর্তমানে সে দেশে ও বিদেশে একজন সুপরিচিত সফটওয়্যার ফার্মের মালিক হিসেবে সুপরিচিত। *[ব. বো. ১৭]*

ক. সৃজনশীলতা কী? ১
খ. উদ্যোক্তা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্যোক্তা হিসেবে শান্ড়র মাঝে বিদ্যমান এমন দু'টি গুণাবলির ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. 'আমাদের দেশে শান্ড়র মতো যুবক প্রয়োজন'–উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেধা-মনন দ্বারা নতুন কোনো কিছু তৈরি বা সৃষ্টি করাকে সৃজনশীলতা বলে।

খ যে ব্যক্তি নতুন চিন্ড় মাথায় রেখে তা বাস্ড়বায়নে আগ্রহী হন তাকে উদ্যোক্তা বলে।
উদ্যোক্তা ঝুঁকি নিয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেন। সৃজনশীল ও আবিষ্কারকধর্মী কাজের মধ্যে তিনি নিমগ্ন থাকেন। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তা সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

গ উদ্যোক্তা হিসেবে শান্ড়র মাঝে আছে এমন দু'টি গুণ হলো সৃজনশীলতা ও ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা।
মেধা-মনন দ্বারা নতুন কোনো কিছু তৈরি বা সৃষ্টি করা হলো সৃজনশীলতা। আর, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা হলো ঝুঁকি। ব্যবসায় উদ্যোগ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এজন্য উদ্যোক্তা সব সময় ঝুঁকি নিয়ে সৃজনশীল কাজে নিমগ্ন থাকেন।
উদ্দীপকে উলি-খিত শান্ড় নতুন একটা কিছু করতে চায়। সে ৬ মাস মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলো। সে তার নিজ জেলা শহরে ছোট একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার খুলে বসল। এখানে তার সৃজনশীল মানসিকতার গুণ প্রকাশ পেয়েছে। যাতে সে সীমিত সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। এছাড়া মাঝে মাঝে সে নানারকম চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। যা সে কৌশলে মোকাবিলা করে। ঝুঁকি গ্রহণ করেই সে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। তাই বলা যায়, শান্ড়র মাঝে সৃজনশীলতা ও ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা বিদ্যমান রয়েছে।

ঘ আমদের দেশে শান্ড়র মতো যুবক প্রয়োজন–উদ্দীপকের আলোকে এ বক্তব্য যৌক্তিক।
উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তারা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের চাকা সচল রাখেন।
উদ্দীপকের শান্ড় নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সেন্টার চালু করে। নানারকম চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েও সে পিছপা হয়নি। যার ফলে সে দেশে ও বিদেশে সফটওয়্যার ফার্মের মালিক হিসেবে বর্তমানে সুপরিচিত।
শান্ড়র সাফল্য আমাদের দেশের যুবকদের জন্য একটি আদর্শ। শান্ড় যেমন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নিজে সাফল্য অর্জন করেছে, বেকার যুব-সমাজও এভাবে নিজের কর্মসংস্থান নিজ উদ্যোগে সৃষ্টি করতে পারে। এতে দেশে বেকারত্ব হ্রাস পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা বিশেষ অবদান রাখবে। নতুন নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে শিল্পোন্নয়ন হবে। সাথে সাথে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের জীবনমান উন্নত হবে। তাই বলা যায়, আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য শান্ড়র মতো যুব-উদ্যোক্তা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶৪ তুষার পড়াশোনা শেষ করে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি নেয়। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক তুষারের কর্মতৎপরতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে গার্মেন্টসের বিভিন্ন বিভাগে পদ পরিবর্তন করে তাকে দক্ষ করে তোলেন। পরবর্তীতে তুষার নারায়ণগঞ্জে তুষার গার্মেন্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার অক্লান্ড় পরিশ্রমে ও আত্মবিশ্বাসের কারণে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। *[রা. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায় পরিবেশ কী? ১
খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. পরিবেশের কোন উপাদান তুষারকে নতুন ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী করে তোলে? বিশে-ষণ করো। ৩
ঘ. জনাব তুষারের পরবর্তী কার্যক্রমকে কি ব্যবসায় উদ্যোগ বলা যায়? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ যে সমস্ড় পারিপার্শ্বিক উপাদান বা শক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করাকে বোঝায়।
এর মাধ্যমে নিজের দক্ষতা, চেষ্টা ও গুণাবলির দ্বারা নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে নিজেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়।

গ উদ্দীপকে পরিবেশের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের সুযোগ উপাদান তুষারকে নতুন ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী করে তোলে।
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন কর্মী যোগ্য ও দক্ষ হয়। এতে তার আত্মবিশ্বাস ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। আবার পর্যাপ্ত কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি হলে কর্মী নিজেকে আরও অভিজ্ঞ করে তোলে। এতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়।

তুষার পড়াশোনা শেষ করে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি নেয়। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক তুষারের কর্মতৎপরতা ও সংগঠনিক ক্ষমতা দেখে তাকে পদ পরিবর্তন দ্বারা দক্ষ করে তোলে। পরবর্তীতে তুষার নিজেই একটি গার্মেন্টস স্থাপন করেন। পদ পরিবর্তন দ্বারা তুষার নানান বিষয় সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেছে, যা প্রশিক্ষণ নামে পরিচিত। সে গার্মেন্টস স্থাপন বা পরিচালনার জন্য করণীয় বুঝতে পেরেছে। তাই বলা যায়, প্রশিক্ষণ ও কর্মী উন্নয়নের সুযোগের জন্যই তুষারকে ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী করে তুলেছে।

ঘ জনাব তুষারের পরবর্তী কার্যক্রমকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা যায়।
নতুন কোনো ধারণা বা চিন্ড়া নিয়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যখন কোনো ব্যবসায় শুর"র প্রয়াস চালায় তাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে। এতে নতুন ধারণা, ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান। স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ স্ব-উদ্যোগে ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী হয়। এতে ঝুঁকি থাকলেও মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা অধিক।
তুষারের সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক তাকে পদ-পরিবর্তন দ্বারা দক্ষ করে তুলেছেন। পরবর্তীতে তুষার নারায়ণগঞ্জে তুষার গার্মেন্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার অক্লান্ড় পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের কারণে প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারিত হচ্ছে।
তুষার চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই নতুন ব্যবসায় স্থাপন করেছেন। নতুন এ ব্যবসায়টিতে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। এর সাথে তুষারের মুনাফা অর্জন বিষয়টি সংশি-ষ্ট। ব্যবসায়টি পরিচালনার সমস্ড় দায়ভার তার নিজের। নতুন গার্মেন্টস স্থাপনে তুষারের উদ্যোগে চিন্ড়ার উন্নয়ন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ উচ্চশিক্ষিত মি. শফিক যমুনা নদীর তীরে স্বল্পমূল্যে চলি-শ একর জমি নিয়ে মনোরম পরিবেশে একটি পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও খেলার সামগ্রী দিয়ে স্পটটি সুন্দরভাবে সাজান। পরবর্তীতে জনপ্রতি ৫০ টাকা প্রবেশ ফি নির্ধারণ করেন। প্রথম দুই বছর স্পটে লোক সমাগম ছিল কম। তিনি আশাবাদী ছিলেন ভবিষ্যতে দর্শনার্থী সমাগম বৃদ্ধি পাবে এবং লাভবান হবেন। তিনি হতোদ্যম না হয়ে টেলিভিশন চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ফলে প্রচুর দর্শনার্থী সমাগম হতে লাগল এবং পিকনিক স্পট থেকে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. উদ্যোগ কী? ১
খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মি. শফিকের উদ্যোক্তার কোন গুণটি ফুঠে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. যমুনা নদীর তীরে পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠার যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন কিছু করাকে উদ্যোগ বলে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করাকে বোঝায়।
এর মাধ্যমে নিজের দক্ষতা, চেষ্টা ও গুণাবলির দ্বারা নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে নিজেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়।

গ উদ্দীপকের পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মি. শফিকের উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণটি ফুটে ওঠেছে।
ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ করার সামর্থ্যই হলো দূরদৃষ্টি। উদ্যোক্তাদের এরূপ চিন্ড়া-চেতনা, ভবিষ্যৎ অনুমান করার ক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশে-ষণ ও বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি অন্য মানুষের চেয়ে একটু ভিন্ন হয়।
উদ্দীপকের মি. শফিক যমুনা নদীর তীরে স্বল্পমূল্যে চলি-শ একর জমি নিয়ে মনোরম পরিবেশে একটি পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দুই বছর তার স্পটে লোক সমাগম কম ছিল। তিনি আশাবাদী ছিলেন ভবিষ্যতে দর্শনার্থী সমাগম বৃদ্ধি পাবে এবং লাভবান হবেন। তার এরূপ চিন্ড়া-ভাবনার ক্ষমতা হলো দূরদর্শিতা। তিনি হতাশ না হয়ে টেলিভিশনের চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ফলে প্রচুর দর্শনার্থী সমাগম হতে লাগল এবং পিকনিক স্পট থেকে আয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এর মধ্য দিয়ে মি. শফিকের চিন্ড়া-চেতনা, ভবিষ্যতের অনুমান করার ক্ষমতা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠেছে।

ঘ যমুনা নদীর তীরে পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সঠিক স্থান নির্বাচনকে গুর"ত্ব দিয়েছেন।
ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রাহক সমাগম, অবকাঠামোগত সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। স্থান নির্বাচন সঠিক হলে ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
উচ্চশিক্ষিত মি. শফিক যমুনা নদীর তীরে স্বল্পমূল্যে চলি-শ একর জমির মালিক হন। সেখানে তিনি একটি পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দুই বছরে স্পটটিতে দর্শনার্থীদের সমাগম কম ছিল। পরবর্তীতে তিনি স্পটটি সম্পর্কে টেলিভিশনের চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ফলে দর্শনার্থীদের সমাগম বাড়তে থাকে।
মি. শফিক শহর থেকে দূরে স্বল্পমূল্যে জমি কিনতে পেরেছেন। সেখানে যানজটের কোন কোলাহল নেই। এখানে আর কোনো পিকনিক স্পট নেই বলে, তার কোনো প্রতিযোগীও নেই। এছাড়াও নদীর তীরে হওয়ায় স্পটটির পরিবেশ মনোরম। এ কারণে ভ্রমণপিপাসুরাও নদীপথে ও স্থলপথে দল বেঁধে আসছে। যার ফলে পিকনিক স্পট থেকে আয়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এজন্য মি. শফিকের যমুনা নদীর তীরে পিকনিক স্পট প্রতিষ্ঠা যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ রামিন একজন সফল উদ্যোক্তা। প্রযুক্তি একদিন আগামী বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবে, তিনি অনেক আগেই ধারণা করেছেন। ফলে বেশ বড় অঙ্কের বিনিয়োগে তিনি একটি ICT ফার্ম স্থাপন করেন। বর্তমানে প্রচুর তর"ণ যুবক তার ফার্মে কাজ করছে। সফটওয়্যার রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠানটি চলতি বছর শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকের পুরস্কার পায়। *[কু. বো. ১৬]*

ক. উদ্যোক্তার সংজ্ঞা দাও। ১
খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্যোক্তার কোন বিশেষ গুণটি উদ্দীপকে ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দেশের 'অর্থনীতিতে রামিনের অবদান গুর"ত্বপূর্ণ' – বিশে-ষণ করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নতুন চিন্ড়া মাথায় রেখে তা বাস্ড়বায়নের চেষ্টা করে তাকে বা তাদেরকে উদ্যোক্তা বলে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করাকে বোঝায়।
এর মাধ্যমে নিজের দক্ষতা, চেষ্টা ও গুণাবলির দ্বারা নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে নিজেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়।

গ উদ্দীপকে উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশেষ গুণটি ফুটে ওঠেছে।

ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে করণীয় নির্ধারণ করার সামর্থ্যই হলো দূরদৃষ্টি। একটি ব্যবসায়ের সৃজনশীলতা ও পরিবর্তনের রূপকার হলেন উদ্যোক্তা। তার মধ্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অনুমান করার ক্ষমতা থাকতে হবে। উদ্যোক্তার এ দূরদৃষ্টি গুণটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে রামিন একজন সফল উদ্যোক্তা। তিনি আগেই ধারণা করেছেন যে প্রযুক্তি একদিন আগামী বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তার এ আগাম চিন্তা হলো দূরদর্শিতা। তার এ চিন্তা-চেতনা, ভবিষ্যতে অনুমান করার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা সমাজের অন্যান্য মানুষের চেয়ে ভিন্ন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ আগাম ধারণা উদ্যোক্তার একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশেষ গুণেরই বহিঃপ্রকাশ।

ঘ দেশের অর্থনীতিতে রামিনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একজন উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করেন। এতে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়, যা একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী করে তোলে।

উদ্দীপকে দূরদৃষ্টি গুণসম্পন্ন রামিন বড় অঙ্কের বিনিয়োগে 'ICT' ফার্ম স্থাপন করেন। বর্তমানে তার ফার্মে প্রচুর তরুণ, যুবক কাজ করেছে। তাছাড়া সফটওয়্যার রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠানটি চলতি বছর শ্রেষ্ঠ রপ্তানিকারকের পুরস্কার পায়।

উদ্দীপকের সফল উদ্যোক্তা রামিন দেশের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ফলে দেশের বেকারত্ব হ্রাস করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছেন। তাছাড়া বিদেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার মাধ্যমে তিনি দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করেছেন। এ ভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রামিন অবদান রাখছেন।

প্রশ্ন ▶৭ জাহানারা যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি নার্সারি করেন। এখানে উন্নত মানের ও উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধরনের ফলদ ও বনজ চারাগাছ উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে তার নার্সারি থেকে চারা কিনে নেয়। এতে আর্থিকভাবে তিনি লাভবান হন। ধীরে ধীরে নার্সারির পরিধি বড় হচ্ছে। তার নার্সারিতে কাজ করে প্রায় ৭ (সাত) জন বেকার নারী। *[চ. বো. ১৬]*

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১

খ. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জাহানারা তার কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো যে, জাহানারা একজন সফল নারী উদ্যোক্তা? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার কর্মপ্রচেষ্টাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা হয়।

খ নিজের সক্ষমতা, গুণ বা কর্মদক্ষতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নিজেই নিজের কাজ ও আচরণ প্রতিনিয়ত মূল্যায়নের প্রক্রিয়াকে আত্মবিশ্লেষণ বলে।

ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হয়। এটি করতে গিয়ে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। সফলতা-ব্যর্থতার সব দায়ভার উদ্যোক্তাকে নিতে হয়। তাই উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ জাহানারা তার কর্মকাণ্ডে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করেন।

উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্প পণ্যের রূপগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আকার, আকৃতি পরিবর্তন করে পরিণত পণ্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। রূপগত উপযোগ সৃষ্টির ফলে প্রকৃতপক্ষে সম্পদ মানুষের ব্যবহার উপযোগী হয়।

জাহানারা যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি নার্সারি করেন। এখানে তিনি উন্নত মানের ও উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ধরনের ফলদ ও বনজ চারাগাছ উৎপাদন করেন। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে তার ফার্ম থেকে চারাগাছ কেনেন। তিনি ভালো বীজ থেকে চারাগাছ উৎপাদন করেন। বীজ থেকে চারাগাছ উৎপাদনের ফলেই সৃষ্টি হয় রূপগত উপযোগ। নার্সারির এ ছোট চারাগাছ ক্রেতারা বিভিন্ন জায়গায় রোপণ করে, গাছগুলো বড় হয়। অতএব, জাহানারা তার কাজের মাধ্যমে রূপগত উপযোগ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

ঘ জাহানারা একজন সফল নারী উদ্যোক্তা বলে আমি মনে করি।

নারী উদ্যোক্তা বলতে কোনো নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ থেকে শুরু করে পরিচালনার সব দায়িত্ব যদি নারী কর্তৃক সম্পাদিত হয় তাকে নারী উদ্যোক্তা বলে। সম্পূর্ণ ব্যবসায়ের মালিক না হলেও কমপক্ষে ৫১% মালিকানা কোনো নারীর হাতে থাকলে সেই নারী ও একজন উদ্যোক্তা।

জাহানারা নিজ উদ্যোগে নার্সারির কাজ শুরু করেন। যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি ২৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসায়িক ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে নার্সারির ব্যবসায় শুরু করেন। জাহানারা বেগমের পরিশ্রম ও সাহসী মানসিকতার কারণে তিনি ভালো মানের উচ্চফলনশীল চারা গাছের উৎপাদন করতে থাকেন।

একজন সফল নারী উদ্যোক্তা যেমন তার ব্যবসায়ের সফলতার জন্য পরিশ্রমী ও সাহসী হন, জাহানারাও তেমন একজন নারী। বিভিন্ন স্থান থেকে তার নার্সারির সুনামের কারণে চারাগাছ ক্রয় করতে আসেন ক্রেতারা। তিনি তার ব্যবসায়ে ৭ জন বেকার নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন, যার ফলে বেকারত্ব কিছুটা হ্রাস পায়। এটি একজন উদ্যোক্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, জাহানারার মধ্যে একজন সফল ও দক্ষ নারী উদ্যোক্তার গুণ প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৮ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা যুবক ফাহিম বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় এনে দ্রুত সাফল্য লাভের আশায় তিনি একটি ভ্রাম্যমাণ গাছ চিকিৎসার ব্যবসায় শুরু করলেন। তিনি গাছের বিভিন্ন রোগের জন্য ওষুধ, বিভিন্ন রকম সার, গাছ ও মাটির পরিচর্যা কীভাবে করা যায় তার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ ব্যবসায়ের জন্য তিনি বেশকিছু পুঁজি বিনিয়োগ করেন। ব্যবসায়টি নিয়ে শুরুতে চিন্তিত থাকলেও বর্তমানে ব্যবসায়টির জনপ্রিয়তা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। তার ব্যবসায়ে ক্রেতা সৃষ্টির জন্য টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সাহায্য নিলেন। *[ব. বো. ১৬]*

ক. এসএমই ফাউন্ডেশন কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আত্মকর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব ফাহিমের ব্যবসায়টিতে ব্যবসায় উদ্যোগের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব ফাহিম তার ব্যবসায় উন্নয়নের জন্য বর্তমানে ব্যবসায়ে উদ্যোগের যে কার্যাবলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা বিশে-ষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, তথ্য ও প্রযুক্তি সরবরাহ, ঋণ সহায়তা ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও অমুনাফাভোগী ফাউন্ডেশনকে এসএমই ফাউন্ডেশন বলে।

খ নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করা হলো আত্মকর্মসংস্থান।

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামান্য পুঁজি নিয়েই যে কেউ স্বাবলম্বী হতে পারেন। এতে করে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়। দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমে এবং দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি প্রকল্পের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গ জনাব ফাহিমের ব্যবসায়টিতে ব্যবসায় উদ্যোগের উদ্ভাবনী শক্তি বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠেছে।

নতুন কিছু সৃষ্টি করাই হলো উদ্ভাবন। যে মেধা বা জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাবন করা হয় সেটিই উদ্ভাবন শক্তি। একজন সফল উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তি থাকে।

ফাহিম ভ্রাম্যমাণ গাছ চিকিৎসার ব্যবসায়ে জড়িত। তিনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞানকে তিনি ব্যবসায়ের কাজে লাগিয়েছেন। তিনি তার মেধা এবং সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে একেবারে নতুন একটি ব্যবসায় শুরু করেছেন। এ ধরনের গাছের চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র একটি অভিনব ধারণা। ফাহিমের মধ্যে উদ্ভাবনী তথা সৃষ্টিশীল গুণাবলি ছিল বলেই তিনি এ ধরনের নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছেন।

ঘ জনাব ফাহিম তার ব্যবসায় উন্নয়নের জন্য বর্তমানে ব্যবসায় উদ্যোগের বিজ্ঞাপন ও প্রচার সংক্রান্ড় কার্যাবলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পণ্য বা সেবার গুণাগুণ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করাই হলো বিজ্ঞাপন ও প্রচার। বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার জ্ঞান সংক্রান্ড় বাধা দূর হয়।

ফাহিম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে একটি ভ্রাম্যমাণ গাছ চিকিৎসার ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি গাছের বিভিন্ন রোগের জন্য ওষুধ, বিভিন্ন রকম সার, গাছ ও মাটির পরিচর্যা কীভাবে করা যায় তার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ব্যবসায়টি নিয়ে ফাহিম প্রথমে চিন্ড়িত থাকলেও বর্তমানে ব্যবসায়টির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ব্যবসায়ে ক্রেতা সৃষ্টির জন্য জনাব ফাহিম টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের সাহায্য নিলেন।

ফাহিম টেলিভিশনের অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে ব্যবসায়টি সম্পর্কে জনসাধারণকে জানাতে পারবেন। ফলে গ্রাহকের সংখ্যাও বাড়বে। এভাবে টেলিভিশন অনুষ্ঠানে নিজের ব্যবসায় তথ্য উপস্থাপন করা হলো বিজ্ঞাপন ও প্রচার, যা জনাব ফাহিম বর্তমানে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ▶৯ মিস লুৎফা MBA শেষ করে চাকরি করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু চাকরির প্রতিযোগিতায় দীর্ঘদিন বেকার থেকে চাকরির আশায় বসে না থেকে সংশি-ষ্ট অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্থানীয় বাজারে একটি Computer Training-এর দোকান দিলেন। বর্তমানে তার নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ৬ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলার কাজের ব্যবস্থা করেছেন। তাই তিনি এখন মনে করেন 'চাকরি অপেক্ষা ব্যবসায় উত্তম'। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. হাজী মোঃ জুনাব আলী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. SME ফাউন্ডেশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মিস লুৎফার উদ্যোক্তা হওয়ার পিছনে কোন গুণটি লক্ষ করা যায়? – ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'চাকরি অপেক্ষা ব্যবসায় উত্তম' – কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মিস লুৎফা এ কথাটি বলেছেন? তুমি কি এ বিষয়ে একমত? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজী মোঃ জুনাব আলী ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

সহায়ক তথ্য

হাজী মোঃ জুনাব আলী বাংলাদেশের একজন অন্যতম ব্যবসায় উদ্যোক্তা।

খ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদানকারী বাংলাদেশ সরকারের একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হলো SME ফাউন্ডেশন।

SME (Small and Medium Enterprises) বলতে মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমষ্টিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেওয়া, ঋণ সহায়তা, তথ্য প্রযুক্তি সরবরাহ প্রভৃতির মাধ্যমে SME ফাউন্ডেশন সাহায্য করে । অর্থাৎ, এই অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজে নিয়োজিত।

গ উদ্দীপকে মিস লুৎফার উদ্যোক্তা হওয়ার পেছনে সিদ্ধান্ড় গ্রহণের যোগ্যতা গুণটি লক্ষ করা যায়।

সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ড় নেওয়া উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ। ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে উদ্যোগের সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ড় নিতে হয়। আর উদ্যোক্তার সঠিক সিদ্ধান্ড়ের ওপরই ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে।

উদ্দীপকের মিস লুৎফা MBA পাস করে চাকরি করার কথা ভেবেছিলেন। তবে তিনি চাকরির আশায় দীর্ঘদিন বেকার থাকতে চান না। তাই স্থানীয় বাজারে একটি Computer Training-এর দোকান দিলেন। এ বিষয়ে তিনি সংশি-ষ্ট অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। ঝুঁকি আছে জেনেও মিস লুৎফা যথাসময়ে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন। তাই বলা যায়, মিস লুৎফার মধ্যে উদ্যোক্তার সিদ্ধান্ড় গ্রহণের যোগ্যতা গুণটি লক্ষণীয়।

ঘ একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে মিস লুৎফা চাকরি অপেক্ষা ব্যবসায়কে উত্তম বলেছেন। আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত।

চাকরির জন্য অপেক্ষা বেকার জীবনকে দীর্ঘ করে। এছাড়াও বেতনভিত্তিক চাকরিতে যোগ্যতা দেখানোর সুযোগ ও আয় দুটিই সীমিত। অন্যদিকে ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অসীম আয়ের সুযোগের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়।

উদ্দীপকের মিস লুৎফা MBA শেষ করে ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ড় নেন। এক্ষেত্রে তিনি চাকরির কথা ভাবলেও চাকরির আশায় দীর্ঘদিন বেকার থাকতে চান নি। তাই সংশি-ষ্ট অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি Computer Training-এর দোকান দেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে তিনি ছাড়াও ৬ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা কাজ করছেন।

মিস লুৎফা সঠিক সময়ে ব্যবসায়ের সিদ্ধান্ড় না নিলে হয়তো দীর্ঘদিন তাকে বেকার থাকতে হতো। চাকরি পেলেও সেক্ষেত্রে তার দক্ষতা দেখানোর সুযোগ সীমিত থাকতো। এছাড়াও চাকরির ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণও নির্দিষ্ট হয়। অপরদিকে, মিস লুৎফা ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করে নিজের পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে

দিয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে স্থানীয় মানুষও বেকারত্ব ঘোচাতে পারবে। ফলে দেশের বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। এছাড়া ব্যবসায় থেকে আয়ের সম্ভাবনাও অনেক বেশি হয়। তাই আমি মনে করি, বর্তমান সময়ে চাকরির চেয়ে ব্যবসায় উত্তম।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব রাহাত একজন উদ্যোক্তা। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এবং মানুষের কর্মব্যস্ততার দিকে লক্ষ রেখে তিনি একটি প্রিজার্ভিং ফুড তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। মানুষ যেভাবে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে বাজারে গিয়ে মাছ মাংস কেনার ও রান্না করার মতো সময় মানুষের হাতে থাকবে না। তখন মানুষ এ ধরনের খাদ্যের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. উদ্যোক্তা কাকে বলে? ১

খ. 'সব আত্মকর্মসংস্থান উদ্যোগ নয়'- এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রাহাতের মধ্যে একজন উদ্যোক্তার কোন গুণটি প্রকট বলে তুমি মনে করো? একজন সফল উদ্যোক্তার জন্য গুণটির গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৩

ঘ. 'জনাব রাহাতের মতো আরও অনেক উদ্যোক্তাই পারে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে' – তোমার মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি ঝুঁকি নিয়ে নিজের চেষ্টায় নতুন কিছু সৃষ্টি বা স্থাপন করেন তাকে উদ্যোক্তা বলে।

খ স্ব-উদ্যোগে নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। অন্যদিকে ঝুঁকি নিয়ে নিজের চেষ্টায় নতুন কিছু করা হলো উদ্যোগ।

আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে কাজ করেন। অপরদিকে, নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের আরও মানুষের কর্মসংস্থান করা হলে সেটা উদ্যোগের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ, একজন আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি যখন নিজের সাথে সাথে অন্যের কর্মসংস্থান নিয়ে চিন্তা করেন, তখন তিনি উদ্যোক্তায় পরিণত হন। তাই বলা যায়, সব উদ্যোগকে আত্মকর্মসংস্থান বলা গেলেও, সব আত্মকর্মসংস্থানকে উদ্যোগ বলা যায় না।

গ উদ্দীপকে জনাব রাহাতের মধ্যে একজন উদ্যোক্তার 'দূরদৃষ্টি' গুণটি প্রকট বলে আমি মনে করি।

ভবিষ্যতের সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাই হলো দূরদৃষ্টি। একজন উদ্যোক্তাকে নানা ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই ভবিষ্যৎ অনুমান করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে প্রতিষ্ঠানে সাফল্য আসে।

উদ্দীপকের জনাব রাহাত একজন উদ্যোক্তা। তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেন। তাই মানুষের কর্মব্যস্ত তার দিকে লক্ষ রেখে একটি প্রিজার্ভিং ফুড তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। মানুষের কর্মব্যস্ততার কারণে অদূর ভবিষ্যতে মানুষ বাজার ও রান্না করার সময় পাবেনা। তখন মানুষ এ ধরনের প্রিজার্ভিং ফুডের ওপর নির্ভরশীল হবে। জনাব রাহাতের এরূপ ভাবনা একজন উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণটিরই বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা যায়, তার মধ্যে দূরদৃষ্টি গুণটি প্রকট রয়েছে।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব রাহাতের মতো উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

একজন উদ্যোক্তা নিজের পাশাপাশি অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। এছাড়াও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদের উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের জনাব রাহাত একজন দূরদৃষ্টি গুণসম্পন্ন উদ্যোক্তা। ভবিষ্যতে মানুষ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়লে বাজার ও রান্না করার সময় থাকবে না। তখন তারা প্রিজার্ভিং ফুডের ওপর নির্ভর করবে। এই কথা ভেবে জনাব রাহাত একটি প্রিজার্ভিং ফুড তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন।

তিনি প্রিজার্ভিং ফুড কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। এতে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। তার প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো মানের খাবার সরবরাহের মাধ্যমে দেশের মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে। এছাড়াও তার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে সম্পদের সঠিক ব্যবহার হবে। সর্বোপরি জাতীয় আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মানও বাড়বে। তাই বলা যায়, জনাব রাহাতের মতো উদ্যোক্তারাই দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে পারে।

প্রশ্ন ▶১১ মমিনুল হক বর্তমানে স্কাই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানটির মালিক। ৩০ বছর আগে মমিনুল হক বুঝতে পেরেছিলেন ঢাকার আশ-পাশের জমির দাম বাড়বে। তাই তিনি ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে অর্থ নিয়ে সাভারে ৫০ একর জমি ক্রয় করে রেখেছিলেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একটি রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. সাপটা কী? ১

খ. 'সফল উদ্যোক্তা একজন ভালো নেতা'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. স্কাই রিয়েল এস্টেট গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের কোন উপাদানটির ভূমিকা সর্বাধিক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন গুণটির কারণে মমিনুল হক সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন? তোমার মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ তাকেই সাপটা বলে।

খ যে উদ্যোক্তা তার ব্যবসায়ের চিন্তা বাস্তবায়ন করে সফল হন তিনিই সফল উদ্যোক্তা।

একজন ভালো নেতা কর্মীদের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করেন। অপরদিকে, একজন সফল উদ্যোক্তাও বিভিন্ন কৌশলে অধস্তনদের কাছ থেকে কাজ আদায় করেন। একইভাবে একজন উদ্যোক্তা নেতার মতোই প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো কাজে লাগান। তাই বলা যায়, নেতৃত্বের গুণাবলির দ্বারাই একজন উদ্যোক্তা সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন।

গ উদ্দীপকে স্কাই রিয়েল এস্টেট গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের মূলধনের সহজ প্রাপ্যতা উপাদানটির সর্বাধিক ভূমিকা রয়েছে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূলধন আবশ্যক। মূলধনের সহজ প্রাপ্যতা হলো সহজেই প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতে পারা। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুকূল হলে সহজে মূলধনের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের মমিনুল হক স্কাই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের মালিক। ৩০ বছর আগে তিনি ঢাকার আশপাশের জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে অর্থের ব্যবস্থা করেন। ব্যাংক থেকে নেয়া অর্থ দিয়ে তিনি সাভারে ৫০ একর জমি কেনেন। বর্তমানে মমিনুল হকের প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান।

এক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে পারায় মমিনুল হক তখন জমি কিনতে পেরেছিলেন। তাই বলা যায়, স্কাই রিয়েল এস্টেট-এর সফলতার পেছনে মূলধনের সহজ প্রাপ্যতার ভূমিকা সর্বাধিক।

ঘ 'দূরদৃষ্টি' গুণটির কারণে উদ্দীপকের মমিনুল হক সফল হয়েছেন বলে আমি মনে করি।

ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ড় নেওয়ার সামর্থ্যই হলো দূরদৃষ্টি। একজন উদ্যোক্তাকে তার ব্যবসায়ের সকল সিদ্ধান্ড় নিতে হয়। এক্ষেত্রে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অনুমান করে করণীয় ঠিক করতে হয়। উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণটি সঠিক সিদ্ধান্ড় নিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের মমিনুল হক ৩০ বছর আগে বুঝতে পেরেছিলেন ঢাকার আশপাশের জমির দাম বাড়বে। তাই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের হয়ে তিনি সাভারে ৫০ একর জমি কেনেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি ব্যাংকের সাহায্য নেন। ৩০ বছর আগে জমি কেনার সিদ্ধান্ড় নেওয়ায় বর্তমানে স্কাই রিয়েল এস্টেট দেশের শীর্ষ স্থানীয় রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান।

স্কাই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের মালিক মমিনুল হক ৩০ বছর আগে অনুমান করে জমি কেনার সিদ্ধান্ড় নেন। তিনি ভেবেছিলেন ঢাকার আশপাশের জমির দাম বাড়বে। তাই ঝুঁকি নিয়ে তিনি জমি ক্রয় করেন। তার অনুমান সঠিক ছিল বলেই স্কাই রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান সফলতা পেয়েছে। সুতরাং, মমিনুল হকের দূরদৃষ্টির কারণেই বর্তমানে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা।

প্রশ্ন ▶১২ শিউলি আক্তার এলাকার একটি ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে একটি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও খামারের পশু বিক্রি করে লাভবান হন। তিনি মনস্থির করলেন তার খামারটি বড় করবেন। এ লক্ষ্যে তিনি শহরের একটি ব্যাংক থেকে ৫ লাখ টাকা ঋণ সুবিধা নিয়ে খামারটি আরও বড় করেন। তার ভাবনা হচ্ছে– নিজের ইচ্ছা পূরণের আগ্রহ থাকলেই কেবল একজন লোক ব্যবসায়ী হতে পারে। *[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. নারী উদ্যোক্তা কে? ১

খ. শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের ভূমিকা কী? ২

গ. উদ্দীপকে শিউলির কর্মকান্ডকে কী বলা হয়?– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শিউলির নিজস্ব গুণই তাকে ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করে– উক্তিটির যথার্থতা বিশে-ষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নারী কর্তৃক ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে ঐ নারীকে নারী উদ্যোক্তা বলা হয়।

খ এসএমই হলো- Small and Medium Enterprise।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের ব্যবসায় সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, তথ্য ও প্রযুক্তি সরবরাহ, ঋণ সহায়তা ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীন স্বতন্ত্র ও অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান হলো এসএমই ফাউন্ডেশন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগঠনটি গঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে এবং উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শিউলির কর্মকান্ডকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা যায়।

ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে। অর্থাৎ, মুনাফার লক্ষ্যে ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদনের উপকরণসমূহ একত্রিত করে নতুন কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

উদ্দীপকের শিউলি আক্তার এলাকার একটি ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ঋন নিয়ে ডেইরি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার গ্রামের পাশাপাশি শহরেও পশু বিক্রি করে লাভবান হন। তাই দেখা যায়, শিউলি আক্তার ঝুঁকি নিয়ে নিজেই একটি খামার তথা ব্যবসায় শুরু করেন। তার একান্ড় চেষ্টার খামারটি সাফল্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এজন্য তার কর্মকান্ডকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে শিউলির নিজস্ব গুণই তাকে ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে উক্তিটি যথার্থ।

একজন সফল ব্যবসায়ী বা ব্যাবসায় উদ্যোক্তা হতে হলে কোনো ব্যক্তির মধ্যে ইচ্ছা পূরণের আগ্রহ বা কৃতিত্ব অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকতে হয়। ভবিষ্যৎ সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা একজন ব্যক্তিকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলে ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে বর্ণিত শিউলি আক্তার ঋণ নিয়ে একটি ডেইরি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ফার্মের পশু তিনি গ্রামের পাশাপাশি শহরেও বিক্রি করে লাভবান হন। তিনি ফার্মটি বড় করার মনস্থির করে ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নেন। তার ধারণা হচ্ছে নিজের ইচ্ছা পূরণের আগ্রহ থাকলেই কেবল একজন লোক ব্যবসায়ী হতে পারে।

শিউলি আক্তার নিজস্ব ইচ্ছা-আগ্রহ নিয়ে ফার্মটি শুরু করেন। নিজস্ব অর্থও তার ছিল না। ঋণ নিয়ে তিনি কার্যক্রম শুরু ও প্রসার করেন। তার এই সাফল্যের পেছনে মূলত তার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাই বলা যায়, শিউলির নিজস্ব উদ্যোক্তাসুলভ গুণই তাকে ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন ▶১৩ মনির হোসেন চাকরি না খুঁজে ব্যবসায় শুরু করার সিদ্ধান্ড় নেন। তিনি রামগঞ্জে নিজ বাড়ির আঙিনায় প্রাথমিকভাবে ২০০ মুরগি নিয়ে পোলট্রি ব্যবসায় শুরু করেন। দৃঢ় মনোবল, কঠোর পরিশ্রম আর দক্ষ নেতৃত্বের গুণে তিনি ব্যবসায়ে বেশি উন্নতি করেন। কিন্তু বার্ড ফ্লু দেখা দেওয়ায় তিনি বেশ লোকসানের সম্মুখীন হন। এ অবস্থা মোকাবেলায় তিনি একটি ব্যাংকের সহযোগিতা কামনা করেন। *[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ]*

ক. নারী উদ্যোক্তা কে? ১

খ. শিল্পোদ্যোক্তা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কোন পরিবেশের উপাদান মনির হোসেনের ব্যবসায় লোকসানের সম্মুখীন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে মনির হোসেনের ব্যবসায় সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল নারী ঝুঁকি নিয়ে নতুন পণ্য বা সেবা উৎপাদনের লক্ষ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে তারাই নারী উদ্যোক্তা।

খ যে ব্যক্তি লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেন তিনিই শিল্পোদ্যোক্তা।

উদ্যোক্তা হলেন একটি ব্যবসায়ের সৃজনশীলতা ও পরিবর্তনের রূপকার। শিল্পোদ্যোক্তাগণ নতুন পণ্য ও ধারণা নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তারা দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যান। আমেরিকার বোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ড, জাপানের ম্যাটসুসিটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কনোকে ম্যাটগুসিটা বিশ্ববিখ্যাত শিল্পোদ্যোক্তা।

গ ব্যবসায়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান উদ্দীপকের মনির হোসেনের ব্যবসায়কে লোকসানের সম্মুখীন করছে বলে আমি মনে করি।

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জলবায়ু ভূ-প্রকৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ পরিবেশ ব্যবসায়ের সামষ্টিক বা বাহ্যিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়।

উদ্দীপকের মনির হোসেন নিজ বাড়ির আঙিনায় ২০০ মুরগি নিয়ে পোলট্রি ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি ব্যবসায়ে বেশ উন্নতিও করেন। কিন্তু, মুরগির বার্ড ফ্লু রোগ দেখা দেওয়ায় তিনি লোকসানের সম্মুখীন হন। মুরগির বার্ড-ফ্লু রোগটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। ফলে এটি মনির হোসেনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। তাই বলা যায়, বার্ড ফ্লু নামক প্রাকৃতিক পরিবেশের নেতিবাচক উপাদানটির কারণেই ব্যবসায়টি লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে।

ঘ ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে উদ্দীপকের মনির হোসেনের ব্যবসায় সম্প্রসারণের বিষয়টি যথার্থ ও যৌক্তিক।

ব্যবসায় উদ্যোক্তা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন। ব্যর্থ হলে একজন উদ্যোক্তা থেমে যান না। ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধান করেন। এছাড়াও ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যান।

উদ্দীপকের মনির হোসেন চাকরি না খুঁজে ব্যবসায় শুরু করেন। দৃঢ় মনোবল, কঠোর পরিশ্রম আর দক্ষ নেতৃত্বের গুণে তিনি ব্যবসায়ে উন্নতি করেন। কিন্তু বার্ড ফ্লু রোগের কারণে তিনি লোকসানের সম্মুখীন হন। তার এই অবস্থা মোকাবেলা করার জন্যে তিনি ব্যাংকের সহযোগিতা কামনা করেন।

একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যান। বার্ড ফ্লু রোগের কারণে মনির হোসেনের ব্যবসায়ে লোকসান হয়। তাই তিনি ব্যাংক থেকে অর্থের ব্যবস্থা করে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চায়। এতে বোঝা যায় যে, তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পছন্দ করেন। এছাড়াও ব্যবসায়ের লোকসানের কারণটি অনিয়ন্ত্রণযোগ্য। তাই ব্যবসায় সম্প্রসারণ করে পুনরায় সঠিকভাবে পরিচালনা করলে মনির হোসেন সফল হবেন বলে আশা করা যায়। সুতরাং, মনির হোসেনের ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তটি সঠিক।

প্রশ্ন ▶১৪ মিস কণা ডিগ্রি পাস করে কিছু একটা করবে ভাবছিলেন। এ সময় তার বাবা সরকারি চাকরি ছেড়ে বাবা ও মেয়ে মিলে একটি বুটিক কারখানা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির পর চলতি মূলধনের যোগান দিতে না পারায় কারখানাটা চালু করা যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় কণার বাবা পুরো কারখানাটি তার নামে লিখে দিলেন। মিস কণা অল্প ঘোরাঘুরিতেই ঋণ পাওয়ায় কারখানাটি চালু করা সম্ভব হয়েছে। সরকার থেকে নানা সুবিধা পাওয়ায় এখন কারখানাটি ভালো চলছে। *[কুমিল্লা কমার্স কলেজ]*

ক. প্রজ্ঞা কী? ১

খ. প্রশিক্ষণ কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকের কারাখানিট চালু করতে না পারার পিছনে উদ্যোক্তার কোন কাজে সমস্যা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিস কণার নামে কারখানাটি লিখে দেওয়ার কারণ উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা অনুমান করে বাস্তবসম্মত সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাকে বলা হয় প্রজ্ঞা।

খ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত শিক্ষাই হলো প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এতে তিনি অল্প সময়ে অধিক কাজ করতে পারেন। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। দক্ষতার সাথে কাজ করায় অপচয়ও কম হয়। তাই যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাজ শুরুর আগে প্রশিক্ষণ জরুরি।

গ উদ্দীপকের কারখানাটি চালু করতে না পারার পিছনে উদ্যোক্তার অর্থসংস্থান কাজে সমস্যা হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বুঝে উপযুক্ত উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ ও কাজে লাগানোর প্রক্রিয়াই হলো অর্থসংস্থান। অর্থকে ব্যবসায়ের জীবন শক্তি বলা হয়। কারণ যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তার স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়।

উদ্দীপকে মিস কণা তার বাবাকে নিয়ে একটি বুটিক কারখানা গড়ে তোলেন। তারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির পর চলতি মূলধনের যোগান দিতে পারেননি। তাই কারখানা চালু করতে পারেননি। তারা কারখানা গঠনের জন্য স্থায়ী মূলধনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু, কারখানার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চলতি মূলধন সংগ্রহে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের কাজটি সুষ্ঠুভাবে করতে না পারায় উক্ত কারখানাটি চালু করা যায়নি।

ঘ উদ্দীপকে মিস কণা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ প্রাপ্তির অগ্রাধিকার পাবেন বলে তার বাবা তার নামে কারখানাটি লিখে দেন।

নারী উদ্যোক্তা বলতে এমন কোনো মহিলাকে বোঝায় যিনি কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা অংশীদার বা কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫১% শেয়ারের মালিক। নারী উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নিতে মহিলা অধিদপ্তর, বিসিক, যুব, উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছে।

উদ্দীপকের কারখানাটি চলতি মূলধনের অভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। তাই মিস কণার বাবা কারখানাটি মিস কণার নামে লিখে দেওয়ায় এ কারখানাটির মালিক এখন মিস কণা। তিনি এ কারখানার মালিক হওয়ায় একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে গণ্য হবেন।

তিনি নারী উদ্যোক্তা হওয়ায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সহজে ঋণ পাওয়ার অধিকারী। তাই তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ঋণ পেয়ে গেলেন। ফলে কারখানাটি চালু রাখা সম্ভব হয়। তিনি সরকারি আরো নানা সুবিধা পাওয়ায় কারখানাটি খুব ভালো চলছে। নারী উদ্যোক্তা হিসেবে এসব সুবিধা পাওয়ার জন্য মূলত কারখানাটি মিস কণার নামে লিখে দেয়া হয়।

প্রশ্ন ▶১৫ পপি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি নার্সারি স্থাপন করেন। এখানে উন্নত মানের ও উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধরনের ফলজ ও বনজ চারা গাছ উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে তার নার্সারি থেকে চারা গাছ কিনে নেয়। এতে আর্থিক ভাবে তিনি লাভবান হন। ধীরে ধীরে নার্সারির পরিধি বড় হচ্ছে। তার নার্সারিতে কাজ করে প্রায় সাত জন বেকার নারী। *[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১

খ. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে অবিশ্লেষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. পপি তার কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো যে, পপি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি নিয়ে লাভের আশায় ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

খ নিজের ক্ষমতা, গুণ বা দক্ষতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নিজেই নিজের মূল্যায়ন করাকে আত্মবিশ্লেষণ বলে।

ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হয়। এটি করতে গিয়ে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। সফলতা ব্যর্থতার সব দায়ভার উদ্যোক্তাকে নিতে হয়। তাই উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের পপি তার কর্মকাণ্ডে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করেন।

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের রূপ পরিবর্তন করে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। শিল্পের মাধ্যমে এ উপযোগ তৈরি করা হয়। যেমন: নার্সারি, ডেইরি ফার্ম, চিনি শিল্প, পোশাক তৈরি, সেতু নির্মাণ প্রভৃতি রূপগত উপযোগ সৃষ্টির উদাহরণ।

পপি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি নার্সারি স্থাপন করেন। এখানে উন্নতমানের ও উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধরনের ফলজ ও বনজ চারা গাছ উৎপাদন করা হয়। এক্ষেত্রে পপি বীজ থেকে চারা উৎপাদন করেন। এরূপ উৎপাদন শিল্পের আওতাভুক্ত; যা রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পপির কর্মকাণ্ড রূপগত উপযোগ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ আমি মনে করি, উদ্দীপকের পপি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা।

একজন উদ্যোক্তা লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেন। এছাড়াও একজন উদ্যোক্তা সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, অভাব পূরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন।

উদ্দীপকের পপি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ২৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি নার্সারি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের মানসম্পন্ন ফলজ ও বনজ চারা গাছ উৎপাদন করেন। বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে তার নার্সারি থেকে চারা কিনে নেয়। ধীরে ধীরে তার নার্সারির আয়তন বাড়ছে। তার নার্সারিতে কাজ করেন সাতজন বেকার নারী।

পপি ঋণ নিয়ে ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে নার্সারি স্থাপন করেছেন। এখানে তিনি মানসম্পন্ন চারা গাছ উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের চারা গাছের অভাব পূরণ করেছেন। নার্সারিতে পপি নিজের পাশাপাশি আরও সাতজন বেকার নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। এর মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। এছাড়াও উৎপাদনে গাছের বীজ ও নার্সারির স্থান কাজে লাগানোর মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে একজন সফল উদ্যোক্তার কর্মকাণ্ডই ফুটে উঠেছে। তাই, পপিকে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ অল্প পুঁজি নিয়ে তানজিনা নিজ ঘরেই একটি বুটিক কারখানা গড়ে তুলেছেন। পাইকাররা ডিজাইন অনুসারে কাপড় নিয়ে যান। চাহিদা থাকার পরও বিদ্যুৎ সুবিধা না থাকায় ব্যবসায়কে বড় করতে পারছেন না। স্থানীয় প্রকৌশলীর সঙ্গে কথা বলে বিদ্যুৎ সংযোগের আশ্বাস পেয়েছেন। অন্যদিকে পুঁজির সংস্থানের জন্য বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে তানজিনা নিজ ব্যবসায়কে এগিয়ে নিতে বধ্য পরিকর।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. বিমসটেক কী? ১

খ. ঝুঁকি গ্রহণ করার মানসিকতা উদ্যোক্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্যোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে তানজিনার এরূপ কর্মকাণ্ডকে কী বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন ধরনের ব্যবসায়িক সেবা তানজিনার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিমসটেক হলো– এশিয়ান আঞ্চলিক সংস্থা যা সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করে।

সহায়ক তথ্য

BIMSTEC-এর পূর্ণরূপ হলো Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic cooperation.

খ লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে যে ব্যক্তি ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করেন তাকে উদ্যোক্তা বলে।

ব্যবসায় ও ঝুঁকি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঝুঁকি ছাড়া ব্যবসায় চিন্তাও করা যায় না। তাই উদ্যোক্তাকে সফল হতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়। এছাড়াও একজন উদ্যোক্তাকে সব সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেক্ষেত্রে পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি না নিলে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। তাই, লক্ষ্য অর্জনে উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্যোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে তানজিনার বুটিক কারখানা গড়ে তোলার এরূপ কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করাকে উদ্যোগ বলে। এটি মূলত ব্যবসায় শুরুর সাথে সম্পর্কিত। এর মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।

উদ্দীপকের তানজিনা খাতুন অল্প পুঁজি নিয়ে নিজ ঘরেই একটি বুটিক কারখানা গড়ে তুলেছেন। পাইকাররা ডিজাইন অনুসারে তার থেকে কাপড় নিয়ে যান। চাহিদা থাকায় তিনি ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে চাইছেন। এরূপ ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ব্যবসায় উদ্যোগের আওতাভুক্ত। সুতরাং, তানজিনার কর্মকাণ্ডকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা যায়।

ঘ ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য তানজিনার বর্তমানে সংরক্ষণমূলক সেবা প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের বাধা দূর করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংরক্ষণমূলক সহায়তার দরকার হয়। ব্যবসায়ের আধুনিকীকরণ, ব্যবসায় সম্প্রসারণ, পণ্যমান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য ও সেবার বৈচিত্র্যায়ন প্রভৃতি সংরক্ষণমূলক সেবার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের তানজিনা একটি বুটিক কারখানা গড়ে তুলেছেন। তার পণ্যের চাহিদা থাকার পরেও বিদ্যুৎ সুবিধা না থাকায় ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করতে পারছেননা। স্থানীয় প্রকৌশলীর সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে তিনি আশ্বাস পেয়েছেন। এছাড়াও তিনি বাড়তি পুঁজির জন্য কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করছেন।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরও বিভিন্ন ধরনের বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক সহায়তার মাধ্যমে বাধা-বিপত্তি দূর করে ব্যবসায় টিকিয়ে রাখা সহজ হয়। উদ্দীপকের তানজিনা বিদ্যুৎ সুবিধা না থাকায় ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারছেন না। এছাড়া ব্যবসায় সম্প্রসারণে তার পুঁজিরও দরকার হবে। তাই বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করছেন। এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক সুবিধা এবং পুঁজির যোগান দিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণে সহায়তা করা সম্ভব। তাই

বলা যায়, সংরক্ষণমূলক সহায়ক সেবার মাধ্যমে তানজিনা ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶১৭ মিসেস মমতা 'গ্রিন আপেল' নামক প্রতিষ্ঠানের ৫০ শতাংশ শেয়ারের মালিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ফল আমদানিকারক। ২০১৬ সালে পবিত্র রমজানের ৩ মাস আগে তিনি ব্যবসায়িক কাজে সৌদি আরব সফরে গেলে দেখতে পান বাজারে নতুন খেজুর এসেছে এবং দামও খুব কম। ব্যবসায়ীরা জানালেন শিগগিরই দাম বেড়ে যাবে। চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি ১০ মে. টন খেজুরের ফরমায়েশ দেন। খেজুর বিক্রি করে ঐ বছর প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর মুনাফা পায়। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. অল্পকর্মসংস্থান কী? ১

খ. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে অভিবিশে-ষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. খেজুর ক্রয়ের সিদ্ধান্ড় মিসেস মমতার মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস মমতাকে কি একজন নারী উদ্যোক্তা বলা যায়? যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সীমিত মূলধন ও ঝুঁকি নিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাকে অল্পকর্মসংস্থান বলে।

খ নিজের ক্ষমতা, গুণ বা দক্ষতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নিজেই নিজেকে মূল্যায়ন করাকে অভিবিশে-ষণ বলে।

ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হয়। এটি করতে গিয়ে অত্যন্ড় সচেতনতার সাথে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। সফলতা ব্যর্থতার সব দায়ভার উদ্যোক্তাকে নিতে হয়। তাই, উদ্যোগ গ্রহণে অভিবিশে-ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের খেজুর ক্রয়ের সিদ্ধান্ড়ে মিসেস মমতার মধ্যে উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে যথার্থ সিদ্ধান্ড় নেওয়ার ক্ষমতাই দূরদৃষ্টি। একজন উদ্যোক্তাকে সবসময় অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ড় নিতে হয়। তাই সঠিকভাবে ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

উদ্দীপকে মিসেস মমতা 'গ্রিন আপেল' নামক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি ২০১৬ সালে পবিত্র রমজানের ৩ মাস আগে ব্যবসায়িক কাজে সৌদি আরব যান। তখন দেখতে পেলেন বাজারে নতুন খেজুর এসেছে এবং দামও খুব কম। রমজানে চাহিদা বৃদ্ধির কথা ভেবে তিনি ১০ মে. টন খেজুরের ফরমায়েশ দেন। সুতরাং, মিসেস মমতার ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়ার কথা বিবেচনা করা উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণটিরই বহিঃপ্রকাশ।

ঘ ৫১% শেয়ারের মালিক না হওয়ায় উদ্দীপকের মিসেস মমতাকে একজন নারী উদ্যোক্তা বলা যায় না।

বাংলাদেশ জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী নারী উদ্যোক্তা হলো কোনো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মালিক, যৌথ অংশীদার অথবা কোম্পানির ক্ষেত্রে এর পরিচালক বা কমপক্ষে ৫১% শেয়ারের মালিক। মূলত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত নারীকেই নারী উদ্যোক্তা বলা যায়।

উদ্দীপকের মিসেস মমতা 'গ্রিন আপেল' নামক প্রতিষ্ঠানের ৫০% শেয়ারের মালিক। এছাড়াও তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তার দূরদৃষ্টির কারণে প্রতিষ্ঠানটি প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

মিসেস মমতা কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন ও পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি গ্রিন আপেল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। অর্থাৎ, একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠানে তার শেয়ারের মালিকানার পরিমাণ ৫০%। কিন্তু একজন নারী উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫১% শেয়ারের মালিক হতে হয়। তাই, এক্ষেত্রে মিসেস মমতাকে নারী উদ্যোক্তা বলা যায় না।

প্রশ্ন ▶১৮ জনাব আরিফ আমের মৌসুমে রাজশাহী থেকে আম কিনে সিলেট বিক্রি করেন। অন্যান্য ফল ব্যবসায়ীগণ ফরমালিনের কথা চিন্ড়া না করেই রাজশাহীর বাজার থেকে আম কিনে সিলেটের বাজারে বিক্রি করে। কিন্তু, জনাব আরিফ সরাসরি রাজশাহীর আমের বাগান থেকে ফরমালিনমুক্ত আম কেনেন। ফরমালিনমুক্ত আম পচে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিও হতে পারে। তা জেনেও তিনি এই কাজই করেন। *[সিলেট সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যবসায় কী? ১

খ. প্রাথমিক শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব আরিফের ব্যবসায়ে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আরিফের কাজে উদ্যোক্তার কোন গুণটি ফুটে উঠেছে বলে তুমি মনে করো। তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি) ব্যবসায় বলে।

খ প্রকৃতি থেকে সম্পদ উৎপাদন ও সংগ্রহের কার্যক্রমকে প্রাথমিক শিল্প বলে।

এ শিল্পে মানবীয় প্রচেষ্টার ভূমিকা খুবই কম। প্রাথমিক শিল্প সরাসরি প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: ভূগর্ভ থেকে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ বা ধান চাষ বা গবাদি পশু পালন, মাছ চাষ।

গ উদ্দীপকে জনাব আরিফের ব্যবসায়ে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে দূরত্বের সমস্যা সমাধানই হলো স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি। পরিবহনের মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ তৈরি হয়। যেমন: বরিশালের পেয়ারা ঢাকায় এনে বিক্রি করা হলে সেক্ষেত্রে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হবে।

উদ্দীপকের জনাব আরিফ আমের ব্যবসায়ী। তিনি আমের মৌসুমে রাজশাহী থেকে আম কিনে সিলেটে বিক্রি করেন। রাজশাহীতে আমের উৎপাদন বেশি হয় তাই দামও কম থাকে। তাই জনাব আরিফ রাজশাহী থেকে আম কিনে সিলেট নিয়ে যান। এতে সিলেটের ভোক্তারা রাজশাহীর আম খেতে পারছে। তাই বলা যায়, জনাব আরিফ সিলেট ও রাজশাহীর দূরত্বের বাধা দূর করে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আরিফের কাজে উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা গুণটি ফুটে উঠেছে বলে আমি মনে করি।

উদ্যোক্তাকে সব সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ড় নিতে হয়। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতকে অনুমান করে তাকে ঝুঁকি নিতে হয়। পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি নিয়ে সফল হতে পারলেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতা আসে।

উদ্দীপকের জনাব আরিফ রাজশাহী থেকে আম কিনে সিলেটে বিক্রি করেন। তিনি রাজশাহীর বাজার থেকে ফরমালিনমুক্ত আম কেনেন।

তিনি জানেন ফরমালিন মুক্ত আম পচে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে। ক্ষতির সম্ভাবনা জেনেও তিনি ফরমালিনমুক্ত আম কেনেন।
একজন উদ্যোক্তা ঝুঁকি নিতে পিছপা হন না। তিনি জানেন ব্যবসায়ে সফল হতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে। উদ্দীপকের জনাব আরিফ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো ফরমালিনযুক্ত আম কেনেন না। ফরমালিনমুক্ত আম দ্রুত পচে গিয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তিনি ক্ষতির সম্ভাবনা জেনেও ফরমালিনমুক্ত আম কেনেন। তাই বলা যায়, জনাব আরিফের ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা গুণটির কারণেই তিনি ফরমালিনমুক্ত আম কিনে থাকেন।

প্রশ্ন ▶১৯ মিস রিমি এমবিএ পাস করে চাকরি না করে নিজেই ভাবলেন যে, তিনি আন্যদের চাকরি দিবেন। এজন্য তিনি নকশা হাতের কাজ ও এমব্রয়ডারির প্রশিক্ষণ নেন। এরপর কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি বুটিক হাউজ গড়ে তোলেন। এখানে তিনি ২০ জন মহিলা শ্রমিক দিয়ে কাজ করালেও প্রতিবছরই অনেক মহিলার কাজের সুযোগ হচ্ছে।

[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১
খ. একমালিকানা ব্যবসায় বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মিস রিমি যে বুটিক হাউজ স্থাপন করলেন একে কোন ধরনের কাজ বলা যায়? ৩
ঘ. উদ্দীপকে এ ধরনের কাজে সরকার বিভিন্ন সহায়তা করেছে এর পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সীমিত মূলধন ও ঝুঁকি নিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একজন ব্যক্তির মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।
এরূপ ব্যবসায় সংগঠনের মালিকের সংখ্যা কখনো একের অধিক হতে পারে না। এ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন মালিক একাই সরবরাহ এবং মুনাফাও একাই ভোগ করেন। ব্যবসায়ের যাবতীয় ঝুঁকি ও দায়-দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়। যে কেউ উদ্যোগী হয়েই এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে।

গ উদ্দীপকে মিস রিমির বুটিক হাউজ স্থাপন ব্যবসায় উদ্যোগমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত।
মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করাই ব্যবসায় উদ্যোগ। এর মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এটি মূলত নতুন ব্যবসায় শুরুর সাথে সম্পর্কিত।
উদ্দীপকে মিস রিমি এমবিএ পাস করে চাকরি না করে নিজেই অন্যদের চাকরি দেওয়ার কথা ভাবলেন। তাই নকশা, হাতের কাজ ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর ঋণ নিয়ে একটি বুটিক হাউজ গড়ে তোলেন; যেখানে ২০ জন মহিলার কাজের সুযোগ হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবছর এখানে কাজের সুযোগ বাড়ছে। মিস রিমির এরূপ নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কর্মকাণ্ড ব্যবসায় উদ্যোগের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়। তাই, একে ব্যবসায় উদ্যোগমূলক কাজ বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের ব্যবসায় উদ্যোগমূলক কাজে সরকার বিভিন্নভাবে (পরামর্শ, মূলধন যোগান, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান করছে।
ব্যবসায় উদ্যোগ একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও সৃজনশীল কাজ। তাই সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দেওয়া হয়। ব্যবসায় উদ্যোগে সরকারি সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, সরকারি ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন, যুব অধিদপ্তর, মহিলা অধিদপ্তর প্রভৃতি।
উদ্দীপকে মিস রিমি এমবিএ পাস করে চাকরি করার পরিবর্তে অন্যকে চাকরি দেওয়ার কথা ভাবছেন। এজন্য তিনি নকশা, হাতের কাজ ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীতে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি বুটিক হাউজ গড়ে তোলেন; যার মাধ্যমে এখন প্রতিবছরেই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।
সরকারি সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) অবকাঠামোগত বৈষয়িক ও সমর্থনমূলক সেবা দিয়ে থাকে। এসএমই ফাউন্ডেশন পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি ঋণ সহায়তা দেয়। সরকারি ব্যাংকগুলো মূলধন যোগানে সাহায্য করে। এছাড়াও উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক সহায়তা দিয়ে থাকে। যুব ও মহিলা অধিদপ্তর সংশি-ষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। উদ্দীপকের মিস রিমি এরূপ সহায়তাগুলো পাওয়ার মাধ্যমেই তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে পেরেছে। তাই বলা যায়, ব্যবসায় উদ্যোগের উন্নয়নে সরকারি সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶২০ মি. শরিফ একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা। কোন পণ্যের চাহিদা বর্তমান ও ভবিষ্যতে কেমন হবে, ভোক্তার আচরণ কী হবে ইত্যাদি সম্পর্কে আগেই বুঝতে পারার গুণ তাকে সফল উদ্যোক্তা হতে সাহায্য করেছে। সাব্বির একজন ছোট ব্যবসায়ী। তারও ইচ্ছা মি. শরিফের মতো সফল উদ্যোক্তা হওয়া। অনেকে সাব্বিরকে সৎ, সৃজনশীল ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সাহসী বলে মতামত দিয়েছেন।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]

ক. শিল্পোদ্যোক্তা কী? ১
খ. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মি. শরিফের মধ্যে উদ্যোক্তার কোন বিশেষ গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সাব্বিরের সফল উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছা বাস্তবায়ন কি সম্ভব? মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদনের উপকরণসমূহ একত্রিত করে নিজের চেষ্টায় ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে শিল্পোদ্যোক্তা বলে।

খ আত্মকর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করাকে বোঝায়।
এর মাধ্যমে নিজের দক্ষতা, চেষ্টা ও গুণাবলির দ্বারা নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে নিজেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের মি. শরীফের মধ্যে উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি গুণটি ফুটে উঠেছে।
এ গুণ উদ্যোক্তাকে ভবিষ্যৎ সমস্যা ও সম্ভাবনা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। একজন উদ্যোক্তা সবসময় অনিশ্চয়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেন। তাই ভবিষ্যতকে অনুমান করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলেই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন সহজ হয়।
উদ্দীপকের মি. শরীফ একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা। তিনি পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করতে পারেন। এছাড়াও ভবিষ্যতে ভোক্তার আচরণ কী হবে তাও আগে থেকে বুঝতে পারেন। এরূপ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগেই সঠিক অনুমান করতে পারার ক্ষমতাই দূরদৃষ্টি গুণটির বহিঃপ্রকাশ।

তাই বলা যায়, দূরদৃষ্টি গুণটিই মি. শরীফকে উদ্যোক্তা হতে সাহায্য করেছে।

ঘ উদ্দীপকে সাব্বিরের সফল উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছা বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আমি মনে করি।

একজন সফল উদ্যোক্তা তার ব্যবসায়িক চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। তার মধ্যে সততা, সৃজনশীলতা, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, সাহসিকতা, দূরদৃষ্টি, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণ থাকে; যা তাকে সফল হতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকে মি. শরিফ একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সফল উদ্যোক্তা। অন্যদিকে সাব্বির একজন ছোট ব্যবসায়ী। তিনি মি. শরিফের মতো সফল উদ্যোক্তা হতে চান। অনেকে সাব্বিরকে সৎ, সৃজনশীল ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সাহসী বলে মনে করেন।

একজন উদ্যোক্তা তার উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলির মাধ্যমেই সফলতা অর্জন করেন। সাব্বিরের মধ্যে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে। তিনি সৎ ও সৃজনশীল। তার সততা ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধি করবে। সৃজনশীলতা দিয়ে তিনি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো অন্যতম গুণটিও সাব্বিরের রয়েছে। যার ফলে তিনি ঝুঁকি নিয়ে সহজেই ব্যবসায়ে সফলতা আনতে পারবেন। তাই বলা যায়, উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলি থাকার কারণে সাব্বিরের সফল উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ২১ মিসেস 'এইচ' বাংলাদেশের একজন সফল উদ্যোক্তা। ছোটবেলা থেকেই তিনি নারীদের বেকারত্ব লাঘবের চিন্তা করতেন। এক পর্যায়ে তিনি তার এলাকার গরিব নারীদের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে চাল উত্তোলন করে সঞ্চয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলেন। এরই ধারাবাহিকতায় নারীদের উন্নয়নে তার হাতেই গড়ে ওঠে একটি বেসরকারি সংগঠন। বর্তমানে যেটি দেশের সর্ববৃহৎ নারী এনজিও সংগঠন। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]*

ক. বোনাস শেয়ার কী? ১

খ. বাংলাদেশে আমদানি বাণিজ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ হিসেবে নগদ অর্থ প্রদানের পরিবর্তে শেয়ার ইস্যু করা হলে তাকে বোনাস শেয়ার বলে।

খ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে নিজ দেশে আনাকে আমদানি বলে।

বর্তমান বিশ্বে সব দেশই নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য অন্য দেশ থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে। সাধারণত কোনো দেশে যেসব পণ্যের ঘাটতি থাকে সেসব পণ্য অন্য দেশ থেকে আনতে হয়। বাংলাদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের (যেমন- তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক পণ্য, কৃষিপণ্য প্রভৃতি) ঘাটতি রয়েছে। বিদেশ থেকে পণ্য এনে দেশের চাহিদা মেটানোর জন্যেই বাংলাদেশে আমদানি বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির নাম "ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ" (TMSS)।

ড. হোসনে আরা বেগম অক্লান্ত পরিশ্রম আর দৃঢ়তা দিয়ে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ গড়ে তোলেন। এটি প্রতিষ্ঠার সময়ে ১২৬ জন মহিলা তাদের সংগৃহীত ২০৬ মণ চালসহ তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব ড. হোসনে আরা বেগমকে দেন। তিনি বিভিন্ন উপায়ে নারীদের উন্নয়নে ও স্বাবলম্বী করে তুলতে কাজ করেন।

উদ্দীপকে মিসেস "এইচ" ছোটবেলা থেকেই নারীদের বেকারত্ব লাঘবের চিন্তা করতেন। তিনি গরিব নারীদের থেকে চাল সঞ্চয় করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে বর্তমানের সর্ববৃহৎ নারী এনজিও সংগঠনটি। উদ্দীপকের মিসেস "এইচ" এর সংগঠনটির সাথে ড. হোসনে আরা বেগমের "ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ" পুরোপুরি মিলে যায়। সুতরাং, উদ্দীপকে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘের মতো বেসরকারি সংগঠনগুলোর অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব সংস্থা মূলত গ্রামের বিত্তহীন গরিব মানুষদের সহায়তা করে। এগুলোর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব হ্রাস করা।

উদ্দীপকে নির্দেশিত ড. হোসনে আরা বেগম একজন সফল উদ্যোক্তা। তিনি নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কাজ করেছেন। গরিব নারীদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ। গরিব মহিলাদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনটি এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের গরিব জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্র্যাক, মাইডাস, গ্রামীণ ব্যাংক TMSS, আশা প্রভৃতি বেসরকারি সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। এরূপ সংগঠন থেকে আগ্রহীদেরকে স্বাবলম্বী করতে আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। আবার, সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও কাজ করছে। এসব সংগঠন তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈষম্যহীন, সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করতে চায়। তাই, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে TMSS এর মতো সংগঠনগুলোর ভূমিকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ২২ রাবেয়া ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকে। রাবেয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছবি আঁকে ও ব্যানার লিখে থাকে। তার নিখুঁত ও আকর্ষণীয় কাজ দেখে শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধব সবাই প্রশংসা করে। পরীক্ষার পর রাবেয়া একটি বেসরকারি সংস্থার অনুরোধে পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করে দেয়। এতে তার হাতে বেশকিছু অর্থ আসে তার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। কিন্তু কিছু সমস্যার বৃহৎ পরিসরে রাবেয়া তার কর্মকে নিয়ে এগিয়ে নিতে পারছে না। *[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]*

ক. সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কী? ১

খ. ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্বাস কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উদ্দীপকে রাবেয়ার মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. রাবেয়ার মতে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে দেশে বিশাল উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি করা সম্ভব— মূল্যায়ন করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার, পরিচালনা ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ অন্য কোনো কোম্পানির কাছে থাকে সেই কোম্পানিকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বলে।

সহায়ক তথ্য

সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি হোল্ডিং কোম্পানির কাছে থাকে।

খ নিজের ক্ষমতা গুণ ও দক্ষতা যাচাইয়ের জন্যে নিজেই নিজেকে মূল্যায়ন করাকে আত্মবিশ্লেষণ বলে।

ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হয়। এটি করতে গিয়ে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। সফলতা ও ব্যর্থতার সব দায়ভার উদ্যোক্তাকেই নিতে হয়। তাই উদ্যোগ গ্রহণে আত্মবিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে রাবেয়ার মধ্যে উদ্যোক্তার 'সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি' গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

নিজের চিন্তা ও দক্ষতা থেকে নতুন কিছু তৈরির ক্ষমতাই হলো সৃজনশীলতা। এর মাধ্যমেই উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে নতুন পণ্য বা ধারণা নিয়ে আসেন। একজন উদ্যোক্তা যত বেশি সৃজনশীল হবেন তার সফলতাও তত সহজ হবে।

উদ্দীপকের রাবেয়া ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকে। এছাড়াও সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছবি আঁকে ও ব্যানার লিখে। তার কাজ দেখে শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধব সবাই প্রশংসা করে। একটি বেসরকারি সংস্থার পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করে সে কিছু অর্থ পায়। রাবেয়ার ছবি আঁকার গুণটি তার ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রকাশ করে। নিজের চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এরূপ কিছু তৈরি করাই হলো সৃজনশীলতা। তাই বলা যায়, রাবেয়ার মধ্যে উদ্যোক্তার সৃজনশীলতা গুণটি রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের রাবেয়ার মতো সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করে দেশে বিশাল উদ্যোক্তাশ্রেণী তৈরি করা সম্ভব- কথাটি যথার্থ।

বাংলাদেশ মানবসম্পদের সম্ভাবনাময় দেশ। তবে উদ্যোগ গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা না থাকায় মানুষ বেতনভিত্তিক চাকরির আশা করে। এভাবে বেকারত্ব বাড়ছে। তাই সঠিক পরিকল্পনা, মূলধনের যোগান, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে দেশের উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব।

উদ্দীপকের রাবেয়া তার সৃজনশীলতা দিয়ে ছবি আঁকে। ইতিমধ্যেই সে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়াও একটি বেসরকারি সংস্থার পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করে সে কিছু অর্থ পায়। এতে তার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। তবে কিছু সমস্যার কারণে সে তার কার্যক্রমকে বড় পরিসরে এগিয়ে নিতে পারছে না।

উদ্দীপকের রাবেয়া তার কার্যক্রমের বড় পরিসরে এগিয়ে নিতে চায়। তার সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা থেকে তৈরি করা পোস্টার ও ব্যানার সবার কাছে প্রশংসিত। এক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে রাবেয়ার মূলধন, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। যথাযথ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রাবেয়ার মতো উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা যায়। তাই বলা যায়, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করে দেশে বিশাল উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি করা সম্ভব।